নাগরিক মঞ্চের আবেদন—

বন্ধ-রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান

সাথী,

একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় আমার আপনার স্বদেশ। অগ্রগতির বন্যায় নাহোক কালের গতিতেই আমরা পৌঁছে যাব সেই শতকে। কিন্তু সেই শতকে আমরা কি নিয়ে যাচ্ছি! বেকারীহীন যুব সমাজ? বন্ধ অথবা রুগ্নতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হাজার হাজার বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র শিল্প? অনাহার মুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পরিবার? নাকি অন্য কিছু?

শিল্প রুগ্ন করা আজ একটি লাভজনক ব্যবসা

সারা ভারতে আজ প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কলকারখানা রুগ্ন অথবা বন্ধ। এর সাথে যুক্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক পরিবার। ২২০০০ রুগ্ন শিল্প নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার উপরে। শিল্পে রুগ্নতার প্রধান কারণ মালিকদের ফোড়ে মানসিকতা। কারখানাকে রুগ্ন বা বন্ধ করে দিয়ে কারখানা বিক্রি করে বা সরকারী অর্থ সংস্থার কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্বল্প সময়ে অধিক মুনাফা করার বাসনা। কারখানা চালিয়ে ব্যবসা নয়। কারখানারুগ্ন বা বন্ধ করে ব্যবসা। এ ব্যবসা আজ সব থেকে লাভজনক।

রুগ্ন শিল্পে নতুন ওঝা বি আই এফ আর

১৯৮৭ সালে ভারত সরকার রুগ্ন শিল্পের ভূত ছাড়ানোর জন্য তৈরী করেছে 'বোর্ড ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড ফাইনান্সিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন (B.I.F.R)। ঘোষণা করা হয়েছিল "এই বোর্ডের মাধ্যমে রুগ্ন শিল্প ইউনিটের রুগ্নতার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে শিল্পগুলিকে সচল করা হবে। এই বোর্ডের উদ্দেশ্য মহৎ।" বিরোধীরাও জন্মলগ্নে এই বোর্ডের উৎকর্ষতা বিচারে সরকারের সাথে প্রায় একমতই ছিলেন। কিন্তু গত দু বছরে মালিকদের স্বপক্ষেই বোর্ড বেশীর ভাগ রায় দিয়েছে। শেষ ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে বহু কারখানার। বোর্ডের রায় মানতে শ্রমিকরা বাধ্য থাকলেও মালিকরা বাধ্য নয়। ফলতঃ লাভবান হয়েছে মালিকরাই। ভূত ছাড়ানোর বদলে ভূতে ধরা মানুষটাকেই মেরে ফেলেছে ওঝা। বাস্তবে কারখানা উঠিয়ে দেওয়ার একচ্ছত্র অধিপতির হাতে ঝুলছে পশ্চিমবঙ্গের ১০৩টি কারখানার ভাগ্য।

শবদেহবাহী মিছিলে যুবরাজ

অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের যুবক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছিলেন। অথচ ৮৭ সালে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন "রুগ্ন শিল্পের শব কাঁধে বইতে তিনি রাজি নন" কিন্তু শবতো তাকে বইতেই হবে। তিনিইতো প্রধানমন্ত্রী। তার রপ্তানীতে ভর্তুকি আর আমদানিতে ছাড় নীতির ফলেই তো আজ ভারতের অত্যাধুনিক শিল্পেও অচলাবস্থা। নিজে কাঁধে না নিয়ে একবিংশ শতকে যুবরাজ কি শবদেহবাহী মিছিলের নেতৃত্ব দিতে চান?

দাঙ্গার রাজনীতি ও শাসকশ্রেণী

ব্রিটিশরা এই ভারতকে শাসন করার জন্য ভাগ করেছিল। একই কায়দায় শিল্পের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শিল্প মালিকরা ও চায় লড়াকু শ্রমিকশ্রেণীকে বিভাজিত করতে। ১৯৮০ সালে টাটা নগরীর দাঙ্গার ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করেছিল টেলকো ম্যানেজমেন্ট। অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবেই পরের বছর বোনাস নেমে এসেছিল ১৩·৩৩% থেকে ৮·৩৩% এ। শ্রমিকশ্রেণীকে বিভাজিত করার একই উদ্দেশ্যে দাঙ্গা বাধানো হয় মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দিতে। যখনই শ্রমিক-

শ্রেণী নিজের রুটির জন্য দুর্বার সংগ্রাম গড়তে চেয়েছে তখনই শিল্প মালিক ও শাসকরা তাদের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। আজকের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে একই প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে। সজাগ থাকতে হবে মেহনতী জনতাকে।

তারাতলা হাইডরোড আজ মরুভূমি

তারাতলা হাইডরোড সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থা সমগ্র ভারত থেকে পৃথক নয়। বহু কারখানা বন্ধ অথবা রুগ্ন। এম. এম. সি-র মত কারখানায় ওয়াইণ্ডিং আপের অর্ডার দিয়েছে B.I.F.R. ফিলিপস কারখানা তুলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহিত সংস্থায় ১২০০ শ্রমিককে ঘোষণা করা হয়েছে উদ্বৃত্ত। একদা প্রতিষ্ঠিত বহু কারখানা

বন্ধ চিত্র

তারাতলা, হাইডরোড, গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর,মোমিনপুর, মেটিয়াবুরুজ

১। মেটালবক্স (২৮শে ডিসেম্বর '৮৭)	৮। রোটোম্যাক	১৫। হোপস মেটাল
২। এম এম সি	৯। মেসিনো টোকনো	১৬। এ্যালকণ্ড
৩। কেশোরাম কটন মিলস	১০। ফাইভ ষ্টার	১৭। ষ্টিড আর্ট
(১৯৮৭-র ১৫ই ফেব্রুয়ারী)	১১। লোহারু ষ্টিল	১৮। এল এম আই
৪। রবার্ট হার্ডসন	১২। সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন	১৯। কার্ড বোর্ড
৫। স্পেনডার ল্যাম্প	(১৯৮৩র নভেম্বর)	প্রভৃতি ১৯টি কোম্পানিতে ক্লোজার বা লকআউট হয়েছে।
৬। ষ্টিল এ্যালায়েড প্রোডাক্টস	১৩। সিমপ্লেক্স	কেশোরামের দীর্ঘ লক আউটে
৭। দীপক ইণ্ডাষ্ট্রীজ	১৪। এ ষ্টক	মারা গেছে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক।

B.I.F.R-এর দরজায়। এর সাথে অসংখ্য বন্ধ ক্ষুদ্র শিল্পের অগুনতি শ্রমিক। প্রতিদিন কাজ হারানোর ভয় দিন কাটাচ্ছেন অঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারীরা। একদা যে অঞ্চলের মানুষ কারখানার সাইরেন আর চিমনির ধোঁয়ায় ব্যতিব্যস্ত ছিল আজ শব্দহীন ধোঁয়াহীন সে অঞ্চল মরুভূমি।

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

পশ্চিমবঙ্গে বন্ধকালীন অবস্থায় মাত্র ১১টি কারখানার শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ৪০৮। তবুও আমরা সাধারণ নাগরিকরা নীরব। এই শ্মশানের শান্তি আমাদের ইতিহাসকেই লজ্জা দেয়। মলিন করে ৩৭ সালে চটশিল্পে ব্যাপক ছাঁটাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিবাদের ইতিহাস। এই বাঙ্গলায় ৪৮ পরবর্তী সময়ে ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন দুর্গাপুর ষ্টীল শ্রমিকদের সংগ্রাম, ৬৬ সালে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকদের লড়াই, গেষ্ট কীনের লড়াকু শ্রমিকদের সংগ্রাম অথবা স্টেটসম্যান কাগজের কর্মীদের সংগ্রাম সব কিছুতেই ছিল সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগীতা। এটাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আজ সে চিত্র অনুপস্থিত। কিন্তু শ্রমিকরা একা এ লড়াই জিততে পারবে না। এ লড়াইয়ে চাই তার প্রতিবেশীর সক্রিয় সমর্থন। তাই আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে হাজির হই মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকদের পাশে। এ লড়াই আমার আপনার সবার। এ লড়াই জিততেই হবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আসুন শ্রমিক, কৃষক ও সর্বস্তরের সাধারণ নাগরিকের এক ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলি আগামী ১৭ই নভেম্বর চাইডরোডের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে অন্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষও বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা চালুর দাবীতে অবস্থানে সামিল হবে। নাগরিক মঞ্চ এই কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করে।

নাগরিক মঞ্চ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক সহায়ক)-এর পক্ষে নব দত্ত কর্তৃক ১৩৪ নং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড কলি-৮৫ রুম নং-৭ হইতে প্রকাশিত ও সত্য প্রেস, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত।